মৌলবাদের শিকার হুমায়ুন আজাদ

গোলাম মোর্তোজা

রক্ত আর অশ্রুর ফোঁটা অবিনশ্বর নয়, তা জীবনের মতোই করুণ কোমল নশ্বর। হৃৎপিণ্ডের একবিন্দু রক্ত ধুলোয় ঝরলে মাটি তা শুষে নেয়, টলমল করা অশ্রুর ফোঁটা চোখের কোণ থেকে গড়িয়ে মিশে যায় অনন্তে। রক্ত আর অশ্রু ধাতুতে গঠিত নয়; মহাকালের বিরুদ্ধে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না অশ্রু আর রক্ত। শিশিরের মতো ক্ষণায়ু তারা, কিন্তু মন চায় তাদের চিরায়ু দিতে। প্রিয় রক্ত আর অশ্রুকে কে কবে ভুলেছে?

হুমায়ুন আজাদ

হুমায়ুন আজাদের রক্তে ভিজে গেছে রাজপথ। স্বজন আর দেশবাসীর অশ্রুর ফোঁটা শুষে নিয়েছে স্বাধীন দেশের মাটি।

এই লেখা যখন লিখছি হুমায়ুন আজাদ তখন ডিপ কমা'য়। তার অবস্থা আসলে কী আমরা জানি না, দেশবাসী জানেন না। আইএসপিআর-এর ভাষ্যে আমরা চিন্তামুক্ত হতে পারিনি। 'গুজব' সর্বত্র হুমায়ুন আজাদ মারা গেছেন। আমরা চাই বিষয়টি 'গুজব' হোক। সত্যি যেন না হয়।

হুমায়ুন আজাদের অবস্থান হয়তো মৃত্যু আর জীবনের মাঝামাঝি। কে বিজয়ী হবে? মৃত্যু না জীবন?

'মৃত্যু'র জয় মানে, এক অর্থে মৌলবাদের জয়। বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো না, এখনো করে না, তাদের বিজয়। তারা বিজয়ী হোক এটা আমাদের প্রাপ্য হতে পারে না। অন্যভাবে যদিও বলা যায়, মৃত্যু মানেই পরাজয় নয়। জীবন দিয়ে হুমায়ুন আজাদ প্রমাণ করে যাবেন, তার বিশ্বাসে তিনি অটল। মৃত্যু তার জীবন হয়তো কেড়ে নিতে পারে, পরাজিত করতে পারে না।

হুমায়ুন আজাদ তার জীবনের কোনো সময় অপচয় করেননি। সারা জীবন লিখেছেন। প্রচুর পরিমাণে লিখেছেন।

কবিতা, প্রবন্ধ, ভাষাতত্ত্ব, গবেষণা, শিশুসাহিত্য, উপন্যাস... সবই লিখেছেন।

হুমায়ুন আজাদ স্পষ্টভাষী, কট্টর স্পষ্টভাষী। তিনি যা বিশ্বাস করেন তা প্রকাশ্যে বলেন। ধর্ম নিয়ে তার মতো কট্টর মন্তব্য খুব কম লেখকই করেছেন। *'আদিম মানুষের অন্ধ আদিম কল্পনা, আর পরবর্তী অনেকের সুপরিকল্পিত মিথ্যাচার, কখনো কখনো মত্ততা, নানাভাবে বিধিবদ্ধ হয়ে নিয়েছে যে-বিচিত্র-রূপ, তাই পরিচিত ধর্ম নামে।'*

কোনো কোনো লেখায় এরচেয়েও কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন ধর্মের। শুধু ইসলাম নয়, সব ধর্মেরই সমালোচনা করেছেন। অন্য ধর্মগুলো সমালোচনা সহ্য করলেও ইসলাম সমালোচনা সহ্য করে না। এ কারণে ইসলামের নামধারী উন্মাদ মৌলবাদীরা হুমায়ুন আজাদকে অপছন্দ করবেন না, সেটাই স্বাভাবিক। হুমায়ুন আজাদের মতো মানুষেরা আশা করেন, লেখার সমালোচনা লেখা দিয়ে হবে। বাংলাদেশে বাস করে যে এমন আশা করা যায় না, সেটা তারা ভুলে যান। মতের অমিল বা ধর্মের সমালোচনা করার শাস্তি নির্ধারণ করবেন কে? প্রায় নিরক্ষর মৌলবাদীরা? মৌলবাদীরা যাকে যখন ইচ্ছে 'মুরতাদ' ঘোষণা করবে, রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের কিছুই বলবে না?

মৌলবাদীরা হুমায়ুন আজাদের ওপর

আক্রমণ করেছে, এটা বলা ন্যায় সঙ্গত নয়। সুষ্ঠু তদন্তে বেরিয়ে আসবে কে আক্রমণকারী, কারা পরিকল্পনাকারী। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার তত সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই তিনি নিশ্চিত হয়ে গেছেন, কারা আক্রমণকারী। তিনি মন্তব্য করেছেন, যারা হরতাল করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, তারাই হুমায়ুন আজাদের ওপর এমন আক্রমণ করেছে।

সন্দেহ নেই প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, হরতালের আগের দিন হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণ করে পরিবেশ উত্তপ্ত করতে চেয়েছে আওয়ামী লীগ।

আমরা ধরে নেব এবং বিশ্বাস করবো, প্রধানমন্ত্রী একজন দায়িত্বশীল মানুষ। কোনো দায়িত্বশীল মানুষ তথ্য-প্রমাণ ছাড়া এমন গুরুতর অভিযোগ করতে পারেন না। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় এমন তথ্য-প্রমাণ পেয়েছেন যা থেকে বোঝা যায় আওয়ামী লীগ এই ঘটনা ঘটিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সবিনয়ে জানতে চাই, কবে, কোথায়, কখন এ তথ্য প্রসঙ্গে প্রকাশ করবেন? বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে এ প্রশ্ন করার অধিকার কী আমাদের নেই? যদি থেকে থাকে, তাহলে প্রধানমন্ত্রী কী উত্তর দেবেন? আমরা জানি এ প্রশ্নের উত্তর কোনোদিন পাওয়া যাবে না। দু' একজন আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হবে। রাজনৈতিক বক্তৃতায় প্রসঙ্গ আসবে কিছুদিন। তারপর ধামাচাপা পড়ে যাবে সবকিছু।

প্রধানমন্ত্রীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম আলতাফ চৌধুরী। তাকে নিয়ে আলোচনা করা আর সময় এবং কাগজ অপচয় করা একই কথা। তার মস্তিষ্কে প্রতিনিয়ত অনেক তত্ত্ব জমা হয়। যা উদ্ভট, উর্বর এবং সত্য বিবর্জিত। এক কথায় তাকে উন্মাদীয় তত্ত্ব বলা যায়।

উন্মাদীয় তত্ত্বের জনক আলতাফ চৌধুরীও বলেছেন, এটা আওয়ামী লীগের কর্ম। তার এরকম কথা বলা নতুন নয়। তাই তাকে নিয়ে আলোচনাও করতে চাই না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি তো আলতাফ চৌধুরীর কাতারে পড়েন না? আপনি কেন এ ভাষায় কথা বলছেন? নাকি এটা ক্ষমতার ভাষা? ক্ষমতায় গেলে সবাই কী এ ভাষায়ই কথা বলে? সম্ভবত। ক্ষমতায় থাকাকালীন শেখ হাসিনাও এভাবেই আপনাদের ওপর দায় চাপাতেন। সে কথা দেশবাসী ভুলে যায়নি। আপনারা হয়তো ভুলে গেছেন। ক্ষমতার 'মসনদ' সবাইকে এসব ভুলিয়ে দেয়।

ক্ষমতায় থাকলে যা ইচ্ছে তাই করানো যায়। বিরোধী দলীয় নেত্রীর গাড়ি আটকে দিতে পারে আমি, ক্যান্টনমেন্টের গেটে। কেন পারে? ক্যান্টনমেন্ট কী সরকারি দল এবং আর্মি ছাড়া অন্যদের জন্যে নিষিদ্ধ এলাকা? হুমায়ুন আজাদকে দেখতে যাওয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তারি নিষেধাজ্ঞা আছে, তাই বিরোধী দলীয় নেত্রীকে যেতে দেয়া হয়নি। আইএসপিআর-এর নাবালকসূলভ ভাষ্য আমাদের আর কতকাল শুনতে হবে? একজন জনপ্রতিনিধি, যিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী তার

আগেও বারবার বলেছি আবারও বলছি, জনগণকে মাপ করে দেন। অনেক হয়েছে, আর নয়। বিবেক বলে যে একটি জিনিস আছে, সেটাকে একটু নাড়া দিন। তাকান হুমায়ুন আজাদের স্ত্রীর দিকে, সন্তানদের দিকে। হুমায়ুন আজাদের রক্ত আর স্ত্রী সন্তানের অশ্রু কী আপনাদের বিবেককে দংশন করে না!

গাড়ি আটকানোর সাহস এবং ক্ষমতা কেন থাকবে আর্মির। আর্মির এই সাহস থাকে না, যদি না সরকারের ইঙ্গিত থাকে। এভাবে আর্মি দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের অসম্মান করানোর প্রক্রিয়া রাজনীতিবিদরাই তৈরি করে দেন। যে কারণে সমাজে এখন তাদের সম্মান নেই।

বাস্তব পরিস্থিতি এবং অনুমান বলে, হুমায়ুন আজাদ মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। এর পক্ষে যত তথ্য, যুক্তি এবং কারণ আছে, আওয়ামী লীগ ঘটিয়েছে, তার পক্ষে সেটা নেই। যেহেতু নেই সেহেতু দায়ভার পড়ছে মৌলবাদী জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট বা খতমে নবুওতের মতো দলগুলোর ওপর। এই দলগুলো বর্তমান সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনি বলে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগ হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণ করেছে। অর্থাৎ মৌলবাদীরা আক্রমণ করেনি। মৌলবাদীদের পক্ষ নিয়ে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

হতে পারে মৌলবাদীরা এ ঘটনা ঘটায়নি। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম আওয়ামী লীগ ঘটিয়েছে। কিন্তু সেটা তদন্তের আগে প্রকাশ করাটা কী দায়িত্বশীলতার পরিচয়? আর যদি মৌলবাদীরা এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন তার ফলাফল কী হবে? তারা বুঝে যাবে যা কিছুই করুক না কেন, সরকার তাদের সঙ্গে আছে। একথা কী প্রধানমন্ত্রী জানেন না, বোঝেন না?

পুলিশ এমনিতেই কোনো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে না। তারপর প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তদন্তের আগেই যদি অপরাধী চিহ্নিত করে দেন, তাহলে পুলিশ কী তদন্ত করবে? তদন্তে যদি পাওয়া যায় আওয়ামী লীগ এই ঘটনা ঘটায়নি। কিন্তু পুলিশের পক্ষে কী সেই রিপোর্ট দেয়া সম্ভব? প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথার বিপরীতে কাজ করার ক্ষমতা এবং সাহস কী পুলিশের আছে? না থাকা সম্ভব?

হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণের ধরন বিশ্লেষণ করলেও, কারা ঘটাতে পারে তার আভাস পাওয়া যায়। চাপাতি ব্যবহার করে, এমন সন্ত্রাসী বা ক্যাডার আওয়ামী লীগে নেই। এমন সন্ত্রাসী বা ক্যাডার নেই বিএনপিতেও। আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আওয়ামী লীগ যদি হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করতো, তাহলে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার হতো। চাপাতি নয়। চাপাতি দিয়ে কাউকে আহত বা হত্যা করা যতটা কঠিন, গুলি করে হত্যা করা ঠিক ততটাই সহজ।

চাপাতি ব্যবহার করলে অনেকগুলো রিস্ক থাকে। সাধারণত চাপাতি দিয়ে কাউকে আঘাত করলে, রক্ত আঘাতকারীর পোশাকে, শরীরে লেগে যেতে পারে। পালানোর সময় রক্তাক্ত চাপাতি বহন করে নেয়া যায় না। ঘটনাস্থলে বা একটু দূরে ফেলে রেখে যেতে হয়। চাপাতিতে হাতের ছাপ থেকে যায়। অর্থাৎ অনেকগুলো প্রমাণ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এসব কারণে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা চাপাতি ব্যবহার করে না।

চাপাতি ব্যবহার করে কারা? মানুষের রগ কেটে দেয় কারা? এই কাজটি সবচেয়ে দক্ষভাবে করে ইসলামী ছাত্র শিবির, জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন। চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম অসংখ্য ঘটনা তারা ঘটিয়েছে। নাম, ঠিকানা, তথ্য প্রমাণসহ এরকম অনেক ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

ইসলামী ঐক্যজোট, খতমে নবুওতের মোল্লারূপী সন্ত্রাসীরা চাপাতি ব্যবহারে পারদর্শী। এদের কাছে যে আগ্নেয়াস্ত্র নেই, তা নয়। তাদের কাছেও আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র

হুমায়ুন আজাদ নিঃসঙ্গ শেরপা

মাহবুব রেজা

মেলা প্রায় শেষ। ২৫ তারিখ বুধবার। মনটা খারাপ। মেলার মেইন গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা চার জন। আমি, সারওয়ার উল ইসলাম, মিহির কান্তি রাউত আর রোমেন রায়হান। আমরা গেট পার হয়ে রিকশা খুঁজছি। যাবো শাহবাগ। রিকশা, সিএনজি, ট্যাক্সিক্যাব, গাড়ি সব মিলিয়ে মেইন গেটে একটা ক্যারাব্যারা অবস্থা। রিকশা না পেয়ে রাস্তা পার হলাম। ওপাশে ফুটপাত। তারও ওপাশে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। ফুচকা, চটপটি, মুড়ালি, হাঁড়ি-পাতিল, খেলনাপাতি নানান বাহারি আইটেমের ছড়াছড়ি। এর মধ্যে দেখলাম রোজকার মতো বিনীতভাবে হেঁটে যাচ্ছেন তিনি। সব সময় যেমন করে হাঁটেন তিনি। তিনি আমাদের সামনে রাস্তা পার হলেন। অন্যান্য বছর মাঝে মাঝে আমরা তাঁকে তাঁর বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি। পথে যেতে যেতে কতো কথা, কতো মতামত। আমরা অবাক হয়ে শুনতাম তাঁর মুখ নিঃসৃত অমৃত বাণী। আমাদের সামনে তিনি অহরহ অপ্রিয় সত্যে বেদবাক্য উন্মোচিত করতেন। আমরা অপার বিস্মিত হয়ে শুনতাম।

আজও ভাবলাম স্যারের সঙ্গে হাঁটবো। তিনি ফুচকা, চটপটির দোকান পেরিয়ে দৃশ্যমান দূরে গেলেন। আমরা চারজন থামলাম। জল বিয়োগের পর সিগ্রেট ধরিয়ে তিনি ফিরে এলেন। আমাদের অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে ফেললেন। স্যার সম্ভবত আমাদের এরকম অবস্থানে আন্দাজ করতে পেরে বললেন, কি ব্যাপার তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আমাকে গার্ড দিচ্ছো বোধহয়- বেশ বেশ বেশ।

আমি বললাম, স্যার এ সময় এভাবে একা একা আপনার যেখানে-সেখানে যাওয়া কি ঠিক? আমাদের বন্ধুমহলে সারওয়ার কম কথা বলিয়েদের দলে। সেও বলল, স্যার, আপনার একা একা চলাফেরা করাটা ঠিক না।

আমাদের কথা শুনে স্যার হাসলেন। স্যারের হাসির অনুবাদ, তোমরা যে এতো ভীতু সেটা আমার জানা ছিলো না। হাসলে তাঁর মুখাবয়ব হেসে ওঠে। পাটের আঁশের মতো কোঁকড়ানো চুল। তিনি বললেন, আসলে তোমরা আমাকে অতিমাত্রায় ভালোবাস। তোমরা আমাকে নিয়ে যে ভয় পাচ্ছো আমি তা নিয়ে মোটেই ভাবিত নই। চিন্তিত তো নই আরও। ওরা এই ক্যাম্পাসে আমাকে কিছুই করতে পারবে না। এখানে সবাই আমার খুব আপনজন, কাছের। স্যার কথা বলেন গুছিয়ে। একটু টেনে।

আমরা বললাম, তবু ওদের তো কোনো বিশ্বাস নেই। আপনি ওদের টার্গেট।

স্যার রাস্তা পার হতে হতে বললেন, তোমরা বলছো আমি ওদের টার্গেট- একথাটা তোমরা ভুল বললে। ওদের টার্গেট হলো পাকসার জমিন সাদবাদ। যে পাকিস্তানের নাম শুনলে ঘৃণায় আমার বমি আসে, ওরা এ দেশকে তাই বানাবার স্বপ্ন দেখছে। ওরা ওদের অর্ধেক কাজ করে ফেলেছে, এবার পুরোটা করবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে কাজ আছে- এ কথা বলে স্যার রিকশায় উঠে চলে গেলেন। আমরা চার লেখক তরুণ পুনরায় নিজেদের শেষ না হওয়া আলোচনায় সরব হয়ে উঠি। শাহবাগ তখন ক্রমে ক্রমে আমাদের কাছে চলে আসছে।

২৭ তারিখ শুক্রবার। ছুটির দিন বলে মেলায় উপচেপড়া ঢল। ন'টার মধ্যেই ঘরে ফিরলাম। বিদেশ বিভুঁইয়ে। সুদূর মিলানো। জীবনের না মিলানো হিসেবের মিলানো শিখছি মিলানোতে। যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। জিনিসপত্তর, এটা-সেটা কেনাকাটা। গোছগাছ। তারই প্রস্তুতি চলছে। রাতের সংবাদ দেখবো আর ভাত খাবো চিরকালীন অভ্যাস। বসেছি টিভির সামনে। চ্যানেল আইয়ের সাড়ে দশটার সংবাদের শিরোনাম শুনে মুহূর্তে আঁতকে উঠলাম। বইমেলা থেকে ফেরার পথে রাত আনুমানিক নয়টা-সাড়ে নয়টার দিকে দুর্বৃত্তদের (যাদের টার্গেট কেবল একটাই পাক সার জমিন সাদবাদ) ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বাংলা ভাষার প্রধান প্রথাবিরোধী লেখক, গবেষক, অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ মারাত্মকভাবে আহত। সংবাদটা শুনে দেখে সারাটা শরীর বরফ হয়ে জমে গেলো। টিভিতে হুমায়ুন আজাদের রক্তাক্ত শরীর, হামলাস্থলে ছোপ ছোপ রক্ত- এসব দেখে বুকের ভেতর আমার কি যে হলো জানি না। বিস্ময়ে মুখে হাতচাপা দিয়ে টিভির পর্দায় চোখ গেঁথে রাখি। রিমোটের বোতাম একবার চ্যানেল আই, একবার এটিএন বাংলা, কখনো বা এনটিভি। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এটা কি করে হলো? কেমন করে সম্ভব হলো? তাও আবার বাংলা একাডেমীর আশপাশে?

রাত সাড়ে দশটার নিউজে অতোটা ফুটেজে ধরা যায়নি বলে বসে রইলাম আরও ডিটেইলসের জন্যে। রাত একটা পর্যন্ত বিভিন্ন চ্যানেলে হুমায়ুন আজাদ স্যারকে দেখলাম। একবার। দুবার। বারবার। টিভি পর্দায় আক্রান্তের পর শিশুর মতো অসহায়, নির্বিকার দৃষ্টি। মাথা, চুল, গলা, ঘাড় আর শার্টে রক্ত আর রক্ত। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রক্তাক্ত, আশঙ্কাজনক অবস্থায় হুমায়ুন আজাদকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হচ্ছে। নিথর দেহ। তারপরের শটে দেখা গেলো

আছে। এরা চাপাতি ব্যবহার করে, কিছুটা ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। যদিও তাদের এই বিশ্বাসটি পুরোপুরি ভুল। বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম কোনোভাবেই এসব বর্বর কর্মকান্ড সমর্থন করে না। মাদ্রাসাকেন্দ্রিক এই সন্ত্রাসীরা বেড়ে ওঠে ভুল শিক্ষা পেয়ে। ভেতরে ধারণ করে ইসলামের অপব্যাখ্যা। মুখে ইসলাম এবং মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর কথা বললেও, তাঁর পথ অনুসরণ করে না। তাদের জানাটা যেহেতু ভুল তাই তারা কিছুটা বিকারগ্রস্তভাবে বেড়ে ওঠে। চাপাতি দিয়ে মানুষকে রক্তাক্ত করে তারা পৈশাচিক আনন্দ পায়। আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা সেটা পায় না।

প্রধানমন্ত্রীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম আলতাফ চৌধুরী। তাকে নিয়ে আলোচনা করা আর সময় এবং কাগজ অপচয় করা একই কথা। তার মস্তিষ্কে প্রতিনিয়ত অনেক তত্ত্ব জমা হয়। যা উদ্ভট, উর্বর এবং সত্য বিবর্জিত। এক কথায় তাকে উন্মাদীয় তত্ত্ব বলা যায়।

ঘটনা যারাই ঘটাক অসুস্থ রাজনীতির খোরাক হয়ে উঠেছেন হুমায়ুন আজাদ। তাকে নিয়ে রাজনীতি করছে সরকার, রাজনীতি করছে বিরোধী দলও। সঙ্গে যথারীতি যোগ দিয়েছেন শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীরা। আওয়ামী লীগ কামনা করছে

হুমায়ুন আজাদের মুখমন্ডল ঢেকে গেছে ব্যান্ডেজে। আঘাতের নমুনায় বুঝতে কষ্ট হয় না যে, আঘাতকারীরা শরীর থেকে তার মাথাকে পৃথক করে ফেলতে চেয়েছিলো। কিন্তু পারেনি। তাকে সে রকম আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে মেডিকেল কলেজে পরে (জনবিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্যে) সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলো। মাথার ওপরে, পেছনে, ডানদিকে আর ঘাড় ও গলায় মারাত্মকভাবে চাপাতি বসে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। মাথার খুলির প্রায় অনেকটাই ভেঙে গেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাঁকে নিয়ে শঙ্কার পরিমাণও বেড়ে গেছে। অপারেশন হয়েছে। কর্তব্যরত চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁকে বাহাত্তর ঘণ্টা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ারে থাকতে হবে। এক দিন আগে যে হুমায়ুন আজাদ হেসে হেসে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সারা শরীরে রক্ত নিয়ে, ব্যান্ডেজ নিয়ে সেই হুমায়ুন আজাদ আজ হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছেন! তাঁর জ্ঞান নেই। তিনি পুরোটাই অচেতন! খুব লিখতে ইচ্ছে করছে সচেতন কিন্তু হায়!)। বন্ধ চোখ। এসবই দেখা যাচ্ছে টিভি পর্দায়। একজন নিঃসঙ্গ সাহসী হুমায়ুন আজাদের অপরাধ তিনি একাই একশো। সবার চেয়ে বেশি সাহসী। সোচ্চার। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে একাই লড়েছেন- অসীম সাহসে, বীরদর্পে। আমি আর ভাত খেতে পারলাম না। কিভাবে সম্ভব? স্যারের রক্তমাখা নিথর দেহ সামনে রেখে কি কোনো সুস্থ মানুষ ভাত খেতে পারে?

পরিচিতজনদের কাছে ফোন করে সর্বশেষ শঙ্কার কথা জানার চেষ্টা করি। ভেতরে ভেতরে মনে পড়ে তাঁর লেখা। কী অসম্ভব আর অসহ্য সুন্দর গদ্যে তিনি হরেক রকম লেখা লিখেছেন দু'হাতে। স্যার এতো লেখেন কিভাবে? প্রশ্নের উত্তরে বলতেন, সপ্তাহে মাত্র দুটো ক্লাস, তারপর পুরোটা সময় শুধু লিখি আর লিখি। আমি কোথাও যাই না, না কোনো মঞ্চ না কোনো সভা।

হুমায়ুন আজাদ সম্পর্কে কবি শামসুর রাহমান বলেন, 'বামনের দেশে ওর মতো শক্তিশালী গদ্য লেখে আর ক'জন, ঋজুতায় সমৃদ্ধ ওঁর লেখা, ভাবনা-চিন্তা। হুমায়ুন আজাদ আমাকে নিয়ে অনেক লিখেছে। আমি ওঁর সম্পর্কে লেখার ধৃষ্টতা রাখি না।'

কী অদ্ভুত সুন্দর বিষয়। বিষয়ের উপস্থাপন। ভঙ্গি। চাবুকের চেয়ে তীব্র গদ্য তাঁর প্রধান হাতিয়ার। তাঁর গদ্য মৌলবাদীদের কাছে, প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে, দোররার চেয়ে বেশি ছিলো। 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে,' 'আমি বেঁচেছিলাম অন্যদের সময়ে', 'অলৌকিক ইস্টিমার,' 'মানুষ হিসেবে আমার অপরাধসমূহ,' 'প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে,' 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না,' 'আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন,' 'লাল নীল দীপাবলী,' 'আমাদের শহরে একদল দেবদূত,' 'আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম' এবং সর্বশেষ 'পাকসার জমিন সাদবাদ'। পাকসার জমিন সাদবাদ লেখার পর থেকেই হায়েনারা ক্ষেপে গিয়েছিল। ক্রমাগত হুমকির মুখেও তিনি নির্বিকার থেকেছেন। থেকেছেন নির্লিপ্তও।

পরদিন শনিবার। ২৮ তারিখ। কী আশ্চর্য! পুরো মেলাজুড়ে বিষণ্ণতা। হুমায়ুন আজাদের শোকে মেলা যেনো মাথা নুয়ে আছে। লজ্জায় ঘৃণায় ক্ষোভে। মেলায় সবার মধ্যে চাপা কান্না। সবার জিজ্ঞাসা একটাই, স্যারের সর্বশেষ খবর কী?

হুমায়ুন আজাদ ইনটেনসিভ কেয়ারে আছেন। এখন পর্যন্ত চিকিৎসকরা শঙ্কার মধ্যে আছেন। আর গোটা বাঙালি জাতি? অপেক্ষার প্রহর গুনছেন তারাও। তিনি কখন শঙ্কা থেকে মুক্ত হবেন, কখন কখন? হুমায়ুন আজাদের জন্যে আর সবার মতো আমারও অস্থির সময় কাটছে। তিনি কি সেরে উঠবেন না? না কি তিনি অলৌকিক এক ইস্টিমারে চড়ে মানুষ হিসেবে আমার জীবনের অপরাধসমূহ স্বীকার করে চলে যাবেন দূরে কোথাও।

বইয়ের উৎসর্গ পত্রগুলোতেও বাংলাদেশ নিয়ে তিনি আশ্চর্য সব সুন্দর সুন্দর কথা লিখেছেন। হুমায়ুন আজাদ, এসব কথা কী আগ থেকে আপনার জানা ছিলো? 'আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম'-এর উৎসর্গের শেষ তিন লাইনে তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখেছেন, 'তার ধান খেত এখনো সবুজ, নারীরা এখনো রমণীয়, গাভীরা এখনো দুগ্ধবতী/ কিন্তু প্রিয়তমা, বাংলাদেশের কথা তুমি কখনো আমার কাছে জানতে চেয়ো না;/ আমি তা মুহূর্তও সহ্য করতে পারি না, তার অনেক কারণ রয়েছে।' কস্মিনকালেও তিনি কোনো দলের বাঙালিদের ছিলেন না। বাংলাদেশের পক্ষে লড়াই করেছেন তিনি একা এবং অসম্ভব সাহসের সঙ্গে। এক ইঞ্চিও ছাড় দেননি তিনি।

'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না' তার একটি অসাধারণ উপন্যাস। বাংলা শিশুসাহিত্যে এটিকে বলা হয় বাইবেল। অতীশ দীপংকরের বজ্রযোগিনী গ্রাম আর পন্ডিত জগদীশ চন্দ্র বসুর গ্রাম রাড়িখাল। দুটোই বিক্রমপুরে। বিক্রমপুরের অতি বিখ্যাত বজ্রযোগিনী আর এই রাড়িখাল শুধু বিক্রমপুর কেন ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে গ্রামের দু'জন মানুষ সবার চেয়ে শত সহস্র কদম এগিয়ে সেই রাড়িখালের, সেই অতীশ দীপংকর, জগদীশচন্দ্র বসুর যোগ্য উত্তরসূরি হুমায়ুন আজাদ। এখনও রাড়িখালে বসু বাড়িকে দেখিয়ে সবাই বুক ফুলিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে বলে, এইডা হইলো গিয়া পন্ডিতের ভিটা। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে কেউ তাঁর নাম পর্যন্ত মুখে আনেন না। সেই গ্রামে কেটেছে তাঁর শৈশব। ভাইয়ের মৃত্যু নিয়ে হুমায়ুন আজাদ ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না বইয়ে লিখেছেন, 'বেশি আর দেরী অইব না। আমি বাইরতে আহুম। শুক্কুর নাইলে শনিবার আহুমই বাইরতে। তোমার দুদমাখা ভাত ঢাইক্কা রাইক্ক। দেইক্ক কাউয়া জ্যান না খায়। দুদমাখা ভাত খাইতে আহুম। শবরি কেলা দিয়া মাইক্ক, কতোদিন আমি দুদমাখা ভাত খাই না।

রাড়িখাল। রাড়িখাল। আমি কতো ডাক পারি। তুমি ক্যান হুমইর দ্যাও না?'

হুমইর মানে কী? স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন। হুমায়ুন আজাদ বিক্রমপুরের খাঁটি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছিলেন, হুমইর মানে বুঝলা না? হুমইর হইলো গিয়া জব। জবাব।

শ্রদ্ধাভাজনেষু হুমায়ুন আজাদ, আপনি কখন আমাদের এই লাখ কোটি বাঙালির ভালোবাসার পক্ষে হুমইর দিয়ে জেগে উঠবেন? কখন?

হুমায়ুন আজাদের মৃত্যু। বিএনপি চাইছে বেঁচে থাকুক অক্ষমভাবে। রক্তাক্ত হুমায়ুন আজাদকে প্রথমে নেয়া হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তারপর নেয়া হয়েছে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে। আওয়ামী শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ চায়নি তাকে সামরিক হাসপাতালে নেয়া হোক!

রাজনীতি কাকে বলে!

বিএনপি শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীরা প্রায় মাইক দিয়ে প্রচার করছে, আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবে হুমায়ুন আজাদকে আক্রমণ করেছে। কী চমৎকার সরকারি ভাষ্যের পুনরাবৃত্তি!

এরাই জাতির শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবী!!

শ্রদ্ধেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখানেই থেমে নেই। তারা অবিরাম ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত দোষীদের গ্রেপ্তার এবং বিচার না হবে,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ নিয়ে রাজনীতি করবেন না। এই রাজনীতি সুস্থ রাজনীতি নয়। আপনাদের অসুস্থ রাজনীতিতে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশ ক্রমশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে।

ততদিন তারা ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন। দোষীদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি সবারই। এর জন্যে শিক্ষকদের ধর্মঘট করতে হবে কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অনার্স শেষ বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে অথবা হতে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ধর্মঘট ছাড়া কী শিক্ষকদের আর কোনো বিকল্প ছিল না? নিশ্চয় ছিল। অনশন করা, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ঘেরাও, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সচিবালয় ঘেরাও... এরকম অনেক কিছু করে তারা বিচার চাইতে পারতেন। এটা করলে সরকার তাদের পুলিশ দিয়ে দমন করতে চাইতো। অনেক শিক্ষককে পুলিশের বেতের আঘাতে আহত হতে হতো। হরতাল করতে গিয়ে যেভাবে আহত হচ্ছেন মতিয়া চৌধুরীরা।

এত কঠিন পথে তারা যাবেন কেন? হাজার হোক তারা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। সবচেয়ে সহজ পথটি তারা বেছে নিয়েছেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্লাস নেবেন না, পরীক্ষা নেবেন না। ছাত্রছাত্রীদের কী ক্ষতি হলো, সেটা ভাবার মতো সময় তাদের নেই।

হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে মাঠ গরম করা আন্দোলন করছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। আন্দোলন হলে, সুষ্ঠু তদন্ত হবে, বিচার হবে। এ কারণে অবশ্যই আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতাদের বক্তব্য শুনে বিশ্বাস হতে চায় না যে, তারা সত্যি সত্যি দোষীদের বিচার চায়। তাদের উদ্দেশ্যও মনে হয় রাজনৈতিক দলের মতোই।

হুমায়ুন আজাদকে ঢাকা মেডিকেলে নেয়ার পথে ফোন করা হয়েছিল সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুসকে। তাকে বলা হয়েছিল সবাইকে জানান এবং দ্রুত হাসপাতালে চলে আসেন। রাত পৌনে বারোটা পর্যন্ত তিনি হাসপাতালে আসেননি। যিনি ফোন করেছিলেন তাকে পরের দিন বলেছেন, আমি আপনার কণ্ঠ চিনতে পারিনি। এ কারণে আসিনি। কণ্ঠ না চিনতে পারার জন্য সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যাননি। পরের দিনের প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রেখেছেন, রাজনৈতিক নেতাদের মতো। মনে হয় দোষীদের বিচার মুখ্য নয়। বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যু করাই প্রধান।

যে যার অবস্থানে থেকে, যে যেভাবে পারছেন, হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে রাজনীতি করছেন। এই কাতারে আছেন রাজনীতিবিদ, শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীরা। সবাই না হলেও অধিকাংশ।

দেশের সাধারণ মানুষ প্রার্থনা করছেন, হুমায়ুন আজাদের যেন জীবনাবসান না হয়। হুমায়ুন আজাদের মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন, এমন মানুষ দেশে কম নেই। তারাও চাইছেন তিনি যেন আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন। দোষীদের যেন বিচার হয়। তাদের প্রত্যাশা, প্রার্থনা, দোয়া সবই সৃষ্টিকর্তার কাছে। রাজনীতিবিদ এবং সরকারের ওপর তাদের কোনো আস্থা নেই। জনগণ জানে সরকারের কর্মকাণ্ডে তাদের ইচ্ছের প্রতিফলন দেখা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যে সেটা জনগণকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

> তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম আওয়ামী লীগ ঘটিয়েছে। কিন্তু সেটা তদন্তের আগে প্রকাশ করাটা কী দায়িত্বশীলতার পরিচয়? আর যদি মৌলবাদীরা এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন তার ফলাফল কী হবে? তারা বুঝে যাবে যা কিছুই করুক না কেন, সরকার তাদের সঙ্গে আছে। একথা কী প্রধানমন্ত্রী জানেন না, বোঝেন না?

অল্প কয়েক দিন আগের ঘটনা। রাঙামাটিতে যাওয়ার পথে ড. কামাল হোসেনের গাড়ি বহরে আক্রমণ করা হলো। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে কামাল হোসেনের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব মোসাদ্দেক আলী। তিনি কথা বললেন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে। আশ্বাস দিলেন ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার হবে। অথচ প্রধামন্ত্রীর পক্ষে তার রাজনৈতিক সচিবের দেয়া আশ্বাসের দু'তিন ঘন্টা পর সংসদে বিবৃতি দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ চৌধুরী। শোনালেন উন্মাদীয় বাণী। ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে থাকা সন্ত্রাসীরাই নাকি শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ পালনকারীদের ওপর আক্রমণ করেছে। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার এক পর্যায়ে গাড়ি ভেঙেছে। পবিত্র সংসদে দাঁড়িয়ে নির্ভেজাল মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করলেন তিনি।

ড. কামাল হোসেনের গাড়িতে ছিলেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মেজবাহ কামালসহ কয়েকজন বাম রাজনৈতিক নেতা। ড. কামাল হোসেনের অনেক কিছু নিয়ে সমালোচনা করা যায়। কিন্তু তিনি সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসীদের নিয়ে রাঙামাটি যাচ্ছিলেন এমন অভিযোগ কী করা যায়? সম্ভবত একমাত্র অসুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষেই এমন মন্তব্য করা মানায়।

ক্ষমতায় বিএনপি'র রাজনীতিতে একটি বিষয় খুবই লক্ষণীয়। সেটা হলো তাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্রণালয়টি আগে থাকতো মতিন চৌধুরীর দখলে। এখন দখলে আলতাফ চৌধুরীর। মতিন চৌধুরীর রাজাকার পরিচয় নিয়ে তেমন কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু আলতাফ চৌধুরী? ঘটনাক্রম প্রমাণ করছে বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সব সময় জামায়াতের দখলে থাকে। আর বারবার অপকর্ম করে পার পেয়ে যায় মৌলবাদীরা।

প্রধানমন্ত্রীর কথায় কাজ হয় না। প্রধানমন্ত্রী বলেন এক রকম, আর আলতাফ চৌধুরী সংসদে বিবৃতি দেন আরেক রকম। তাহলে কী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপর প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ নেই?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ নিয়ে রাজনীতি করবেন না। এই রাজনীতি সুস্থ রাজনীতি নয়। আপনাদের অসুস্থ রাজনীতিতে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশ ক্রমশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সাধারণ মানুষকে আপনাদের রাজনীতির গিনিপিকে পরিণত করবেন না। বিরোধী দলীয় নেত্রীর কাছেও একই চাওয়া। আপনারা ক্ষমতায় যাবেন, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবেন ভালো কথা। কিন্তু এর মূল্য কেন দিতে হবে জনগণকে?

একজন ব্যক্তি হুমায়ুন আজাদকে আক্রমণ করা যাবে, রক্তাক্ত করা যাবে। হয়তো যাবে হত্যা করাও।

মুক্ত চিন্তাকে স্তব্ধ করা যাবে না।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো শাসক, শোষকেরা এটা করতে পারেনি। আপনারা রাজনীতিবিদরা এই চেষ্টা করে জনগণের জীবনকে আর দুর্বিষহ করে তুলবেন না।

আপনাদেরকে ভোট দিয়ে জনগণ এমন কোনো মহা অন্যায় করেনি যে মাপ পাবেন না। আগেও বারবার বলেছি আবারও বলছি, জনগণকে মাপ করে দেন। অনেক হয়েছে, আর নয়। বিবেক বলে যে একটি জিনিস আছে, সেটাকে একটু নাড়া দিন। তাকান হুমায়ুন আজাদের স্ত্রীর দিকে, সন্তানদের দিকে। হুমায়ুন আজাদের রক্ত আর স্ত্রী সন্তানের অশ্রু কী আপনাদের বিবেককে দংশন করে না!